তবীথিকার মধ্যে

রিওনোসুকো আকুতাগাওয়া

নিচের সমস্ত এজাহারগুলি উর্ধ্বতম পুলিশ প্রধানের সামনে প্রদত্ত। আমরা শুধু এজাহার-দাতার নামগুলিই উল্লেখ করব।—

।।কাঠুরিয়ার এজাহার।।

হাঁ স্যার, আমিই প্রথম মৃতদেহটা দেখি। সেদিন সকালবেলায় যথারীতি রোজকার মতো কাঠ কাটতে গেছি। পাহাড়ের কোটরে তবীথিকার মধ্যে আমি মৃত দেহটি দেখেছিলাম। সঠিক জায়গাটা জানতে চাইছেন? ইয়ামাসিন নাট্যসরণী থেকে ১৫০ মিটার দূরবর্তী ছল জায়গাটা। চলার পথ থেকে দূরে জায়গাটা ছিল বাঁশ আর মেহগনির জঙ্গল।

মৃতদেহটি চিৎ হয়ে পড়েছিল। তার গায়ে ছিল নীলাভ সিল্কের কিমোনো আর মাথায় কিয়োটা কায়দায় বহু ভাঁজযুক্ত একটি টুপি। তলোয়ারের একটা আঘ াতেই তার বুক বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বাঁশের টুকরোগুলো রক্তে ভিজে গিয়েছিল। না, রক্ত আর পড়ছিল না। মনে হয় ক্ষতও শুকিয়ে গিয়েছিল। আর সেখ ানে আটকেছিল একটা গো-মাছি—আমার পায়ের শব্দে বিচলিতও হয়নি।

জিজ্ঞাসা করছেন আমি কোনো তরবারি অথবা ঐ জাতীয় জিনিস দেখেছি কিনা? না স্যার, প্রায় কিছুই দেখিনি। আমি শুধু নিকটবর্তী মেহগনি গাছের নিচে একটি দড়ি দেখেছিলাম। আর দেখেছিলাম একটি চিনি। ব্যাস, ঐ পর্যন্তই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল খুন হওয়ার আগে ও লড়েছে ভালই। চারপাশে পড়ে থাকা ঘাস, বাঁশের টুকরো সবই নিদাণভাবে পদদলিত হয়েছিল।

"আচ্ছা বলুন তো, কাছাকাছি কোনো ঘোড়া ছিল?"

"না স্যার, ঘোড়া তো দূরের কথা, মানুষেরও প্রবেশ সেখানে অসাধ্য।"

।। চারণিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর এজাহার।।

সময়টা জানতে চাইছেন? নিশ্চিতভাবেই সময়টা হল গতকাল দুপুরবেলা। সিকিয়ামা থেকে ইয়মাসিনা পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তাটি ধরে হতভাগ্য লোকটি চলছিল। তার সঙ্গে ছিল ঘোড়ায় চড়া এক মহিলা। মহিলাটির মাথা থেকে মুখের উপর ঝুলছিল একটি মাল। সেই জন্য তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। আমি শুধু দেখেছি তার পোষাকের রঙ। জলপাই রঙের পোষাক পরেছিল সে। তার ঘোড়াই ছিল পিঙ্গল বর্ণের আর ঘোড়াটির ছিল একগুচ্ছ সুন্দর কেশর। ত ার উচ্চতা জিজ্ঞাসা করছেন? প্রায় চার ফুট পাঁচ ইঞ্চি। আমি যেহেতু একজন বৌদ্ধ পুরোহিত, অমি মেয়েটি সম্পর্কে আর বিশেষ কোনো কিছু লক্ষ করিনি। যাই হোক ভদ্রলোকের সঙ্গে তলোয়ার, তীর-ধনুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ছিল। এবং এটা আমার মনে আছে যে, তাঁর তূণীরে ছিলো কুড়িটি অসমান তীর। আমি ভাবিনি তার এমন দশা হবে। সত্যি কথা বলতে কি মানব-জীবন অকালের শিশির অথবা বিদ্যুৎ চমকের মতোই ক্ষণস্থায়ী অথবা দ্রুত বিলীয়মান। ভদ্রলোকের জন্য দুঃখ প্রকাশের ভাষা আমার নেই।

।। একজন পুলিশের এজাহার।।

যে লোকটাকে ধরেছি, সে কে? সে হচ্ছে কুখ্যাত ডাকাত তাজোমা। যখন আমি তাকে গ্রেপ্তার করি তখন ঘোড়া থেকে পড়ে কাতরাচ্ছিল। জায়গাটা ছিল আওযাতাগুচির সেতুর ওপর। সময় জিজ্ঞাসা করছেন? গত রাতের শুর দিকে হুজুর। নথিবদ্ধ হওয়ার জন্য আমি জানাচ্ছি যে একদিন তাকে আমি গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে পালায়। সে পরেছিল ঘন নীল রঙের সিল্কের কিমোনো আর কোমরে ছিল বড় তরবারি। এবং কোনো জায়গা থেকে একটি ধনুক ও কিছু তীর যোগড় করেছিল। আপনারা বলছেন এই তীর ধনুকগুলি মৃতলোকটির তীরধনুকের মত দেখতে। তাহলে তাজোমাই আসল হত্যাকারী। চামড়ার ছিলাযুক্ত ধনুক -কালো বার্নিশ করা তুণীর - হক পাখির পালক লাগানো সতেরটা তীর। এ সবই তার অধিকারে ছিল। আর হুজুর আপন ার কথা মতই ঘোড়াটা ছিল পিঙ্গল বর্ণের আর সুন্দর কেশর সমৃদ্ধ। পাথরের সেতু থেকে অল্প দুরে রাস্তার ধারে চরতে দেখেছিলাম ঘোড়াটাকে। তার লম্বা লাগাম দুলছিল। তাজোমার ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়াটা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা বলা যায়।

কিয়োটোর কাছে সুযোগের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো ডাকাতদের মধ্যে তাজোমাই মেয়েদের সবেচেয়ে বেশি দুঃখ দিয়েছে। গত শরতে একটি মেয়েকে নিয়ে একটি বড় পাহাড়ে একজন লোক এসেছিল। সম্ভবত পিন্ডোরার টোরাইব মন্দির দর্শন করতে, এবং সেখানে তারা খুন হয়েছিল। সন্দেহ করা হচ্ছে এটা ত াজোমারই কাজ। এই গুন্ডাটা যাদি লোকটাকে খুন করে তাকে তাহলে আপনি ভাবতে পারবেন না ও তার স্ত্রীর সঙ্গে কি করতে পারে। তাই আপনার কাছে অ ামার বিনীত অনুরোধ, আপনি ব্যাপারটা দেখবেন।

।। এক বৃদ্ধার এজাহার।।

হাঁ ধর্মাবতার, ঐ মৃতলোকটিই আমার জামাই। সে কিওটো থেকে আসেনি। ওকামা প্রদেশে কোকুফু শহরের মানুষই সে। তার নাম হচ্ছে - কানাযাওযা নো তাকিহিকো এবং তার বয়স ছাব্বিশ। অত্যন্ত ভদ্র। সে কখনো অপরের রাগের কারণ হতে পারে না।

আমার কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করছেন? তার নাম ম্যাসাগো, বয়স উনিশ। সদানন্দময় চপল বালিকা, কিন্তু সে তার স্বামী ছাড়া অন্য পুষকে জানত না। তার ছিল ডিম্বাকৃতি ছোটো মুখ, বাঁ চোখের কোণে ছিল তিল।

গতকাল তাকিহিকো আমার মেয়েকে নিয়ে ওকামার দিকে রওনা দেয়। আর এমনই পোড়া কপাল আমার যে, এমন ঘটল। আমার মেয়ের কি হয়েছে? আ

মি আমার মৃত জামাই-এর কথা ভাবছি না, কিন্তু মেয়ের চিন্তা আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। ভগবানের দোহাই - আপনারা তাকে খুঁজে বের করবার সমস্ত উপায় অবলম্বন কন। আমি তাজোমাকে ঘেন্না করি- তা ওর নাম যাই হোক না কেন। শুধু আমার জামাই নয়, আমার মেয়েকে..... তার পরবর্তী কথ াগুলো চোখের জলে ডুবে যায়।

।। তাজোমার স্বীকারোক্তি ।।

আমি তাকে করেছি, কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়। সেই মেয়েটি গেল কোথায়? অমি বলতে পারছি না। আচ্ছা এক মিনিট অপেক্ষা কন। আমাকে মারধর করলে কি আমি যা জানি না তা বলতে পারব? অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমি আপনাদের কাছ থেকে কোনো কিছু গোপন রাখতে পারব না।

গতকাল বিকেলবেলা ঐ দম্পতির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ঠিক তখন হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার মুখের আবরণ, আমি দেখেছিলাম তার মুখের একাংশ। কিন্তু তখনই আবার তা আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছিল। মেয়েটির মুখটি বোধিসত্বের মত লাগছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমি মনস্থির করে ফেললাম। ওকে পেতেই হবে - দরকার হলে ওর স্বামীকে খুন করেও।

কেন জিজ্ঞাসা করছেন? খুনটা আমার কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। আপনাদের কাছে হতে পারে। কোনো স্ত্রীলোককে হস্তগত করতে গেলে তার স্বামীকে খুন করতেই হবে। খুন করার ক্ষেত্রে আমি আমার তরবারি ব্যবহার করে থাকি। শুধু কি আমিই খুন করি? আপনারা আপনাদের তরবারি ব্যবহার করেন না? আপনারা আপনাদের শক্তি দিয়ে, অর্থ দিয়ে মানুষ হত্যা করেন। কখনও তাদের খুন করার সময় এই ভানও করেন যে এই খুন তাদের ভালোর জন্যে করা হচ্ছে। এটা ঘটনা যে তাদের রক্তপাত হয় না। তারা ভালোভাবেই বেঁচে থাকে, যদিও আপনারা তাদের হত্যা করেন। এটা বলা শক্ত কে বড় অপরাধী, আমি না আপনারা? (বিদ্রূপের হাসি)

যাই হোক, ভেবেছিলাম তার স্বামীকে হত্যা না করে মেয়েটাকে হস্তগত করতে পারলেই ভাল। সুতরাং আমি ভেবে নিলামযে, স্ত্রীলোকটিকে অধিকার করবই এবং চেষ্টা করব যাতে তার স্বামীকে হত্যা না করতে হয়। কিন্তু ইয়ামাসানিয়া নাট্য সরণীতে এটা করা মুস্কিল। সুতরাং এই দম্পতিকে লোভ দেখিয়ে আমি প াহাড়ের ভিতর নিয়ে গেলাম।

এটা খুবই সহজ হয়েছিল। আমি তাদের এমন সঙ্গী বনে গেলাম এবং তাদের বললাম যে, পাহাড়ের মাথায় একটা ঢিবি আছে এবং সেটা খুঁড়ে আমি অনেক আয়না ও তলোয়ার পেয়েছিলাম। এবং আরও বললাম যে, সেই জিনিসগুলি আমি পাহাড়ের পিছনে ঝোপের ভিতর লুকিয়ে রেখেছি এবং যারা চাইবে ত াদের আমি কম পয়সায় বিক্রী করে দেব। তাহলে দেখছেন লোভ কত ভয়ানক? সামুরাই আমার কথায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আধ ঘন্টার মধ্যে তারা ঘোড়া চ ালিয়ে আমার সঙ্গে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছল।

যখন তারা তবীথিকার সামনে এল আমি তাদের বললাম যে, ধনসম্পদ ওখানেই পৌঁতা আছে- এবং তারা যেন এসে দেখে। লোকটির আপত্তি ছিল না। লে াভ তাকে অন্ধকরে দিয়েছিল। স্ত্রীলোকটি বলল যে, সে ঘোড়ার পিঠে অপেক্ষা করছে। ঘন জঙ্গল দেখে এটা বলাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। সত্যি কথা বলতে কি আমি যা চেয়েছিলাম তাই হল। মেয়েটিকে সেখানে রেখে সামুরাইকে নিয়ে জিঙ্গলের ভিতর গেলাম।

জঙ্গলের কিছুটা ছিল বাঁশের। ৫০ গজ দূরে ছিল মেহগনি গাছের ভিড়। এই জায়গাটাই আমার পক্ষে সুবিধাজনক। বাঁশের জঙ্গল ঠেলে ঠেলে যাবার সময় আমি তাকে আর একটা মিথ্যা কথা বলেছিলাম যে, ধনরত্ন সব মেহগনির গাছের শিকড়ের নিচে পড়েআছে। কিছুক্ষণ চলার পর বাঁশগাছ যখন কমে এল এবং মেহগনি গাছের একটি সারি দেখা গেল, তখন সেখানে পৌছান মাত্র আমিতাকে পিছন দিয়ে জাপটে ধরলাম। অস্ত্র চালনায় দক্ষ, অস্ত্রশাস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল সামুরাই, কিন্তু যেহেতু তাকে হঠাৎ আক্রমণ করা হয়েছে যে হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। এবং আমি দ্রুত তাকে মেহগানি গাছের শিকড়ের সঙ্গে বেঁধে ফেললাম। দড়ি কোথায় পেলাম? ডাকাত হওয়ার সুবাদে দড়ি সবসময়ই আমার কাছে থাকে। যেকোনো সময় দেয়ালে ওঠার কাজে লাগতে পারে। অবশ্য গাছের তলায় পড়ে থাকা বাঁশপাতা তার মুখে গুঁজে তার চিৎকারটা বন্ধকরা গিয়েছিল।

সামুরাইকে সামলে আমি স্ত্রীলোকটির কাছে গেলাম এবং বললাম যে তার স্বামী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তাকে যেতে হবে। বলাবাহুল্য এই পরিকল্পনাও সফল হল। মেয়েটি তার স্লেজের টুপি খুলে তবীথিকার মধ্যে এল, আমি তার হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। যখনই মেয়েটা তার স্ব ামীকে দেখল তখনই সে একটা ছোট ছুরি বার করল। এরকম ভয়ঙ্কর হিংস্র মেয়েছেলে এর আগে আমি দেখিনি। একটু অসাবধান হলেই সে আমার প াশের দিকে আঘাত করত। গভীরভাবে আহত বা খুন হতে পারতাম আমি। কিন্তু তাজোমা আমার নাম- আমি তলোয়ার ছাড়াই তাকে অস্ত্রহীন করেছিলাম। অত্যন্ত সাহসী মহিলাও অস্ত্র ছাড়া অসহায়। যাই হোক, আমি তার স্বামীর জীবন না নিয়েও তার প্রতি আমার কামনা চরিতার্থ করতে পেরেছিলাম।

হাঁ, এটাই ঘটেছিল এবং তার স্বামীর জীবন না নিয়েই। তাকে মারার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না। কান্নায় ভেঙে পড়া মেয়েটিকে ফেলে জঙ্গলের বাইরে বেরোতেই স্ত্রীলোকটা আমার হাত চেপে ধরল। ভাঙা ভাঙা শব্দে সে বলল, যে হয় তার স্বামী না হয় আমি - যে কোনো একজনকে সরতেই হবে। তার লজ্জ ার কথা দুজন পুষ জানবে এ তার কাছে মরণের অধিক। দুজনের মধ্যে যে বেঁচে থাকবে তাকেই সে পতিত্বে বরণ করবে। সঙ্গে সঙ্গে সামুরাইকে হত্যা করার উদগ্র বাসনা আমাকে পেয়ে বসল।

এইভাবে বলায় নিঃসন্দেহে আপনাদের থেকে আমাকে অনেক নিষ্ঠুর বলে মনে হচ্ছে। কারণ আপনারা মহিলার মুখটা দেখেন নি। বিশেষত তার তখনকার জ্বলন্ত চোখ। তার চোখে চোখে রেখে তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা আমার হল। এমন কী যদি যেই চোখের আগুনে পুড়ে মরতেও হয়। আমি তাকে বিয়ে করতে চাই - এই ইচ্ছাই আমার দেহমনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। শুধুমাত্র কামনা এর কারণ নয়, এইসময় যদি শুধুমাত্র বাসনাই আমার দেহমন অধিকার করত তাহলে আমি তাকে ফেলে পালিয়ে যেতে পিছপা হতুম না। সেক্ষেত্রে হয়ত সামুরাই রক্তে রঞ্জিত হত না আমার তরবারি। কিন্তু যে মুহূর্তে অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে আ মি তার মুখ দেখেছিলাম, সে মুহূর্তে ওর স্বামীকে না মেরে ও জায়গা ছাড়ার কথা আমি ভাবিনি।

কিন্তসামুরাইকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে আমি চাইনি। আমি তার বাঁধন খুলে দিলাম এবং বললাম-আমার দ্বৈরথ যুদ্ধ করতে (মেহগনি গাছের নিচে যে দড়িটা পাওয়া গেছে সেটা ওখানে আমি ফেলেছিলাম)। রাগে অন্ধ হয়ে সে তার তরবারি কোষমুক্ত করল এবং একটা কথাও না বলে আমাকে আঘাত করল। কিভাবে যুদ্ধ হল জিজ্ঞাসা করবেন না। শুধু মনে রাখবেন ২৩ তম আঘাতটা।সত্যিই আমি অভিভূত হয়ে গেছি। এই পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কেউ ২০ বার আঘাত করতে পারেনি আমার তরবারিতে। (প্রশংসাসূচক হাসি)

যখন সামুরাই পড়ে গেল, আমি তার পত্নীর দিকে তাকালাম আমার রক্তে ভেজা তরবারি নিচু করে। কিন্তু সে চলে গিয়েছিল। আমি ভাবলাম কোথায় পাল াল সে, আমি মেহগনির ভিড়ের মধ্যে তাকে খুঁজলাম। আমি কান পাতলাম, মৃতলোকের গলা থেকে বেরিয়ে আসা আর্তস্বর শোনা যাচ্ছিল শুধু।

হয়ত আমাদের তলোয়ারের লড়াই শু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ও দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারে- আমি যখন এইসব কথা ভাবছিলাম, আমার কাছে তখন মনে হল এ ঘটনা জীবনমৃত্যুর মতই গুত্বপূর্ণ। সুতরাং সামুরাই-এর শরীর থেকে তরবারি, ধনুক ছিনিয়ে নিয়ে পাহাড়ের রাস্তার দিকে গেলাম। সেখানে দেখলাম মেয়েটির ঘোড়া চরছিল নিঃশব্দে। পরবর্তী ঘটনা বলার অপেক্ষা রাখে না, কারণ শহরে প্রবেশের আগেই তরবারিটি হারিয়েছিলাম, এই আমার স্বীকারো ক্তি। আমি জানি আপনারা আমার মাথা যে কোনো ভাবেই শেকলে ঝোলাবেন। আমাকে আরো কঠিন সাজা দিন - (একটি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব)

।। সিমিজু মন্দিরে আসা মেয়েটির স্বীকারোক্তি ।।

নীল কিমোনো পরা লোকটা তার কামনা চরিতার্থ করে আমার বন্দি স্বামীর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল উপহাস করে। কি প্রবল আতঙ্কিত হয়েছিল আমার স্বামী। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সে যতই চেষ্টা করছিল মুক্ত হতে ততই শরীরে দড়ি কেটে যাচ্ছিল। আমার যাই হোক না কেন আমি আমার স্বামীর দিকে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দস্যুটা আমাকে ফেলে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি আমার স্বামীর চোখে একটা অনির্বচনীয় আলো দেখলাম। সেই দৃষ্টি ভাষার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। তার সেই দৃষ্টি মনে পড়লে আমি এখনও কেঁপে উঠি। আমার স্বামী একটাও কথা বলতে পারছিলেন না কিন্তু তার সেই ক্ষণিক দৃষ্টি আমাকে তার হৃদয়ের কথা জানিয়ে দিল। তার চোখের বিদ্যুতে না ছিল দুঃখ, না ছিল রাগ, সেখানে ছিল শুধু ঘৃণা। দস্যুর আঘাতের থেকেও তীব্র তার দৃষ্টির আঘাত। আমি চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

জ্ঞান ফিরে দেখলাম নীল কিমোনো পড়া গুন্ডাটা পালিয়ে গেছে। আমি শুধু আমার স্বামীকে দেখছিলাম। সে মেহগনির শিকড়ে বাঁধা ছিল। আমি বাঁশের টুকরোগুলির মধ্যে থেকে উঠে তার চোখের দিকে তাকালাম - সেই একই দৃষ্টি।

তার চোখের শীতল ভর্ৎসনার নিচে রয়েছে ঘৃণা, লজ্জা, দুঃখ, রাগ। তখনকার মনোভাব কেমনভাবে ব্যক্ত করব বুঝতে পারছি না। পায়ে পায়ে স্বামীর কাছে এগোলুম

'তাকিজিরো' আমি বললাম, 'ঘটনা যেভাবে ঘটছে তাতে আর আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারব না। আমি মরব। কিন্তু তোমাকেও মরতে হবে। তুমি আমার লজ্জা দেখেছ। তোমাকে পৃথিবীতে রেখে যেতে পারবো না।'

আমি এ কথাই বলেছিলাম। তথাপি সে ঘৃণার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমার হৃদয় চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। অমি তার তরবারিটা খুঁজছিলাম। দস্যুটা নিশ্চয় নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে তার তীর, ধনুক, তরবারি কিছুই পাওয়া গেল না। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমার ছোটো ছুরিটি আমার পায়ের কাছে পড়েছিল। মাথার ওপর ছুরিটি তুলে বললাম, 'আমাকে দাও তোমার জীবন। আমিও তোমার পিছনে পিছনে যাব।'

এই শব্দগুলি শোনার পর অনেক কষ্টে তার ঠোঁট নড়লো। যেহেতু তার মুখে পাতা ভর্তি ছিল, তার গলার স্বর শোনা যাচ্ছিল না। আমি কিন্তু একবারই বুঝতে পেরেছি তার শব্দাবলি। 'আমাকে হত্যা কর' - তার দৃষ্টি যেন আমাকে বলল। চেতনা- অচেতনায় মধ্যবর্তী আমি জলপাই রঙের কিমোনোর ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম বুকের ভিতরে ছুরি।

এই সময় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। যখন আমার জ্ঞান হল তখন দেখলাম বন্দি অবস্থায় আমার স্বামী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। অস্তমিত সূর্যের এক টুকরো আলো বাঁশ ও মেহগনি গাছের ওপর দিয়ে গিয়ে তার মুখের ওপর পড়ল। এবং এরপরে কি হয়েছিল বলার মত শক্তি আমার নেই। আত্মহত্যা করার মত শক্তি আমার ছিল না। আমি নিজের গলায় ছুরি চালিয়েছি, পাহাড়েরনিচে জলাশয়ে নিজেকে ছুঁড়ে ফেলেছি। বিভিন্নবাবে নিজেকে হত্যা করার চেটা করেছি এবং নিজেকে হত্যা না করতে পেরে এখনও অসম্মানের মধ্যে বেঁচে আছি। আমি এতই হতভাগ্য যে দয়াময় কোয়াানন আমাকে ত্যাগ করেছেন। আমি আমার নিজের স্বামীকে হত্যা করেছি। দস্যু কর্তৃক ধর্ষিতা হয়েছি। আমি কি করব?..... (কান্নায় ডুবে যায় কণ্ঠস্বর)

।। মিডিয়মের মাধ্যমে বলা মৃতমানুষের এজাহার ।।

আমার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে দস্যুটি তাকে নানারকম মিষ্টি কথা বলতে শু তরে। অবশ্য আমি কিছু বলতে পারিনি। আমার শরীরটা মেহগনির শিকড়ে বাঁধা ছিল দৃঢ়ভাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি আমার স্ত্রীর প্রতি ঈঙ্গিত করেছিলাম। বাঁশপাতার ওপর বসে আমার স্ত্রী তার চোখের দিকে তাকিয়েছিল। আমার স্ত্রী কিন্তু দস্যুর কথা শুনে যাচ্ছিল। আমি ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছিলুম। ধূর্ত দস্যু বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে কথা বলে যাচ্ছিল। অবশেষে দস্যুটি তার সাহসী প্রস্তাবটা র খল ঃ

একবার তোমার পবিত্রতা যখন নষ্ট হয়েছে তখন তুমি স্বামীর সঙ্গে আগের মত জীবন যাপন করতে পারবে না। পরিবর্তে তুমি আমার স্ত্রী হবে? তোমার প্রতি ভালোবাসাই আমাকে তোমার প্রতি কামনা তাড়িত করে তুলেছে।

দস্যুটি যখন কথা বলছিল তখন আমার স্ত্রী মুখ তুলল, যেন রোমাঞ্চিত অভিভূত। এর আগে তাকে কখনও এত সুন্দর দেখায়নি। আমি যখন সেখানে বাঁধা অবস্থায় ছিলাম, আপনারা জানতে চাইছেন আমার স্ত্রী দস্যুর প্রশ্নের উত্তরে কি বলেছিল? - আমার স্থান - বোধ নেই কিন্তু সেই উত্তর স্মরণ করতে গেলে র াগী ও ঈর্ষাকাতর না হয়ে পারি না। সত্যিই সে বলল, ' যেখানেই যাও আমাকে নিয়ে চল' - এটাই তার সব দোষ নয়। এটা যদি সব হত তাহলে এই অন্ধক ারের মধ্যে আমি কেঁপে উঠতাম না। দস্যুর হাতে হাত রেখে মন্ত্রমুগ্ধ সে যখন মেহগনির জঙ্গল থেকে বেচ্ছিল তখন হঠাৎ সে নিস্প্রভ হয়ে গেল এবং গ াছের শিকড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওকে হত্যা কর! ও যতক্ষণ বেঁচে থাকবে আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না,' বারবার সে বলে চলল, 'হত্যা কর- হত্যা কর' যেন সে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। এখন এই অন্ধকারের মধ্যে এই শব্দগুলো আমাকে প্রবলভাবে আঘাত করে। এর আগে কখনও এমন ঘৃণ্য শব্দ ম ানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে ? এই শাপগ্রস্ত কথা কখনও মানুষের কানে ধাক্কা দিয়েছে এরকমভাবে? এই শব্দে ডাকাতও লজ্জা পেয়ে গেল। ' ওকে হত্যা কর' - আমার স্ত্রী ডাকাতের বাহু চেপে ধরল। তার প্রতি কঠিন দৃষ্টিতে চাইলে দস্যুটি। হ্যাঁ বা না কিছু ই বলল না । খুব শান্তভাবে বলল, 'একে নিয়ে কি করবে; মারবে না বাঁচিয়ে রাখবে; তোমার শুধু ঘাড় নাড়লেই চলবে। তাকে হত্যা করবে? শুধু এই কথার জন্য আমি তার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করতে পারি।

আমি উত্তর দিতে দেরি করছিলাম। সে চিৎকার করে জঙ্গলের ভিতর চলে গেল। দস্যু ধরার চেষ্টা করল, কিন্তু ধরতে পারল না।

চলে যাবার পর দস্যুটি আমার তরবারিটি তুলে নিল এবং তীর ধনুকও। এক আঘাতে সে আমাকে বন্ধন মুক্ত করে দিল। অমি শুধু শুনতে পেয়েছিলাম তার কথা। সে বলছিল যে এবার আমার ভাগ্যে কি আছে! তারপর সব শান্ত। শুনলাম কেউ যেন কাঁদছে। এবং লক্ষ করলাম, এ আমারই কান্না।

মেহগনি গাছের গোড়া থেকে নিজের ক্লান্ত শরীরটা তুলে নিলাম। আমার সামনে পড়ে চকচক করছিল আমার স্ত্রীর ফেলে যাওয়া ছুরিটি। আমি ছুরিটা বসিয়ে দিলাম আমার বুকে আমূল। আমার মুখে উঠে এল রক্তের ডেলা, কিন্তু আমার কোনো যন্ত্রণাবোধহল না। যখন আমার বুক ঠাণ্ডা হয়ে এল তখন সব কিছুই কবরের নিচে মৃতদের মতই নিঃশব্দ। কি গভীর সে, নীরবতা। পাহাড়ের ফাটলে এই কবরের ওপর কোনো পাখির ডাক শোনা যায় না। সুধুমাত্র এক নিঃসঙ্গ আলো থাকে কিছুক্ষণ পাহাড়ে ও মেহগনির জঙ্গলে। সেই আলো কমতে থাকে - কমতে কমতে মেহগনির ও বাঁশের জঙ্গল দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। আমি গভীর নীরবতার মোড়কে শুয়ে থাকি সেখানে।

তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এল কেউ আমার দিকে। আমি দেখতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার চারপাশে অন্ধকার ঘনায়মান। কেউ তার অদৃশ্য হাতে নরমভ াবে আমার বুক থেকে ছোট ছুরিটা খুলে নিল। এই সময় আবার আমার মুখে রক্ত উচ্ছ্বাস হল। চিরদিনের জন্য আমি অন্ধকারে তলিয়ে গেলাম।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com